

কাঙ্গালের কথা বাসী হলে ফলে

গোটা বাংলাদেশের মানুষ আজ দিশেহারা। ভীত, আতঙ্কিত, নিরুপায়, অসহায়, জাতির আজ একটাই জিজ্ঞাসা, আমরা কি এমন দেশ চেয়েছিলাম, আমরা কোথায় চলেছি, দেশটা কি আফগান হয়ে যাবে? উত্তরটা দিয়ে গেছেন অনেক আগেই মনীষী হুমায়ুন আজাদ। বলেছিলেন- ‘সব কিছু চলে যাবে নষ্টের হাতে’। সতর্ক করেছেন আরো অনেক জ্ঞানী-গুণীজন। প্রচুর লেখালেখি হয়েছে সর্বনাশা ধর্ম ও তার সূতিকাগার সন্ত্রাসী মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে। মাদ্রাসা থেকে একটি মুক্তিযোদ্ধাও তৈরী হয়নি, হয়েছে খুনী সন্ত্রাসী দেশদ্রোহী বোমাবাজ। জানি সবাই জেনেও না জানার ভান করবেন, বুঝেও না বুঝার নাটক করবেন। কারণ তাদের ধর্মানুভূতি। ধর্ম একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার। কম্যুনিষ্টরাও তা ব্যবহার করে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এ দেশকে নিশ্চিত ধংসের হাত থেকে বাঁচাবার মত কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠন একটাও নেই। ৭১ এ মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা ছিল স্বাধীনতার বিপক্ষে, তারা বাংলাদেশ চায়নি। শতশত মাদ্রাসার ওস্তাদ, ছাত্র অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে দেশের বিরুদ্ধে। ৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর গোলাম আজম, সাজ্জদী, নেজামী এদেশের বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করলো। আজ বাংলাদেশের মানুষ ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালন করে তাদেরকে সাথে নিয়ে। এদেশের মানুষের চোখে, সেদিন যে কারণে খুন হত্যা ধর্ষন করেও তারা ছিল আল্লাহর প্রিয় মা’সুম বান্দা, নমস্যা তুলশী পাতা, আজও তারা সে অবস্থায়ই আছে। বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল ধর্ম ব্যবসায়ী। রাষ্ট্র পরিচালনার পর্যাপ্ত জ্ঞান-বুদ্ধি এদের নেই। ধর্মই তাদের রাজনীতি করার একমাত্র সম্বল। সাতচল্লিশে কোরআন হাতে পয়গাম্বর রূপে আবির্ভাব হলেন ভক্ত-প্রতারক কায়েদে আজম। বাংলাদেশে তার সাহাবী হয়ে বিসমিল্লাহ নিয়ে বাঙ্গালীর ঘাড়ে বসলেন বিশ্বাসঘাতক, ক্ষমতালোভী মেজর জিয়া। তারপর আসলেন হজরত ওমর রূপে রাষ্ট্র-ধর্ম ইসলাম নিয়ে বিশ্ব-বেহায়া, বদমায়েশ এরশাদ। ১৯৪৭ থেকে ২০০৫, সুদীর্ঘ ৫৮ বৎসর যাবত শত সহস্র নারী ধর্ষন করে, অগণিত শিশুকে মা- হারা, পিতৃহারা করে ধর্ম আজও বহাল তব্বিয়েতে আছে। রাজনৈতিক স্বার্থে অসং রাজনীতিবিদগণ সর্বনাশা ধর্মকে সূতনে বাঁচিয়ে রেখেছে। পলটন ময়দানে ১৪ দলের মহাসম্মেলনের শুরুতে ধর্মগ্রন্থ থেকে শ্লোক আওড়ানোর মা’নেটা কি? মানুষের ধর্মানুভূতি রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা। ধর্মানুভূতি একজন মুক্তিযোদ্ধাকে রাজাকার বানাতে পারে। দেশপ্রেমিককে দেশদ্রোহী, কবিকে গণশত্রু। ধর্মানুভূতির কারণে তাই একজন মুক্তিযোদ্ধা সোচ্চার হয়ে ওঠেন ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে। আজ ইসলাম যখন তার বিশী ঘাতকের পরিপূর্ণ সুরূপে দেখা দিল, চতুর্দিক থেকে চিৎকার রব উঠলো- ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলামে সন্ত্রাস নেই। সারা দেশজুড়ে পত্র-পত্রিকায়, মসজিদে, মাদ্রাসায়, ওয়াজ মাহফিলে, জনসভায় একই ধ্বনি একই সুর। ভাবখানা যেন জে,এম, বি, হরকাতুল জেহাদ, জামাতে ইসলামের ডিগ্বীদারি শিক্ষিত টাইটেল পাশ মোলানা, মুফতি, হাফিজগণকে নতুন করে ইসলাম শেখানো হবে।

অসং রাজনীতিবিদদের সংলাপ জাতীকে ঘোড়ার ডিম উপহার দেবে। সমস্যার সমাধানে, সর্বপ্রথম মুফতি আমিনী, মোলানা সাজ্জদী, মোলানা নেজামী, মোলানা হাবিবুর রহমান (সিলেট), মোলানা তফাজ্জুল হক (সিলেট), মোলানা নুরুল ইসলাম (সিলেট), মোলানা মুহীউদ্দিন, মোলানা আজিজুল হক, আলী আহসান মুজাহিদ, মোলানা ফজলুল করিম চরমোনাই ও অধ্যাপক গোলাম আজমকে কারাগারে প্রেরণ করতে হবে। বাংলাদেশের জন্যে এ মুহুর্তে একজন সাহসী

কোরআন সংস্কারকের প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় আসে, তাদের কাছে কাঙ্গালের তিনটি প্রস্তাব রইলো। (১) কোরআন থেকে জেহাদ, বিবাহ, সম্পদ-বণ্টন, অমুসলিম সম্প্রদায়ের নাম-যুক্ত, নারী সম্পর্কিত ও বিজ্ঞান বিরোধী সকল প্রকার আয়াত কেটে ফেলে নতুন কোরআন লিখা হউক। এর পরে কোরআনে যা অবশিষ্ট থাকবে, তা দিয়ে কেউ যদি ধর্মচর্চা করে, সে আর যা'ই হউক ধর্মের জন্যে, দেশদ্রোহী সন্ত্রাসী হবেনা। (২) সকল হাদিস গ্রন্থসমূহকে বাতিল ঘোষণা করা হউক। (৩) সকল মসজিদ ঈদগাহকে Theme Park বা শিশু পার্ক ও সকল মাদ্রাসাকে স্কুলে রূপান্তরিত করা হউক।

সন্ত্রাসী ইসলামী বোমায় খুন হয় আওয়ামী লীগ, খুনের আসামীও আওয়ামী লীগ, আবার খুনীদের সাথে সংলাপে না আসার দায়ে দোষী হয় আওয়ামী লীগ। সেই আওয়ামী লীগই আবার এক ইসলামের হাতে মার খেয়ে আরেক ইসলামের সাথে জোট বাঁধতে চায়। আওয়ামী লীগ সত্যই যদি তা করতে যায়, আর ইসলামের ধর্মানুভূতি নিয়ে ক্ষমতায় আসে, তাহলে এ জাতীর ভাগ্যে আরো দুঃখ আরো দুর্দশা আছে। ধংস হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে বাঙালী জাতীর সকল গরব সকল আশা।

আকাশ মালিক

ইংল্যান্ড, ডিসেম্বর ২০০৫।